যীশু যে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন

📖 "এইজন্য তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতির লোকদের আমার শিষ্য কর। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও... যে সব আদেশ দিয়েছি তা পালন করতে তাদের শিক্ষা দাও..."।
মথি ২৮:১৯ ,২০

দয়া করে আপনার বাইবেল খুলে পদগুলি পড়ুন।

মথির লেখা সুসমাচার অনুসারে এটাই ছিল শিষ্যদের কাছে বলা যীশুর সর্বশেষ আদেশ। খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের প্রথম প্রজন্ম কত স্বতস্ফুর্ত ও আশ্চর্য্যভাবে এই আদেশ পালন করেছিল। বিশেষ করে প্রেরিতদের কার্য্যবিবরনীতে তার এক অভাবনীয় বর্ণনা পাওয়া যায়। বহু দেশের অগনিত নারী ও পুরুষ প্রতিমা পূজা ছেড়ে দিয়ে একমাত্র সত্য ঈশ্বরের উপাসনা ও সেবা করার জন্য এগিয়ে এলেন। যিহুদী নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনগন, যারা সমগ্র রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন, তারা এই ভেবে রাগান্বিত হলেন যে, শিষ্যেরা যীশুকে সত্য মশীহ হিসাবে প্রচার করছে কিনা। কিন্তু প্রচুর পরজাতীয় ও কিছু যিহুদী ঈশ্বরের কাছে এলেন এবং জীবন্ত ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেন। যীশু তাদের জন্য ও সমগ্রমানব জাতীর জন্য যে আত্মত্যাগ করেছেন তার মাধ্যমে তাদের সব পাপ ধৌত-পরিষ্কৃত হল। এখন তাদের রয়েছে অত্যন্ত স্পষ্ট এক প্রত্যাশা। তাদের সকলেরই এই প্রত্যয় ছিল যে, **যীশু যেভাবে মৃত্যুকে জয় করে উঠেছেন একদিন তারাও সেভাবে মৃত্যুর পর আবার জীবিত হয়ে উঠবেন - কিন্তু এটি হবে যীশু এজগতে আবার ফিরে আসবার পর (১ম করিন্থীয় ১৫:২০-২৩)**। এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা ও যীশুর ফিরে আসার পর তাঁর রাজত্ব সম্পর্কে ঈশ্বরের বাক্য কি বলে তা জানার জন্য তারা পবিত্র শাস্ত্র পড়াশুনা শুরু করলেন (প্রেরিত ১৭:১১)। তাদের সামগ্রিক জীবনাচরনের মধ্যে **একই বিশ্বাস, একই প্রত্যাশা, একই বাপ্তিস্মের** কাজগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। তারা একই সত্য ঈশ্বর ও একজন প্রভুকে বিশ্বাস করতেন এবং সকলে তাদেরকে **"এক দেহ"** হিসাবে দেখতে পেল (ইফিষীয় ৪:৩-৬)। পরবর্তীতে সকল প্রজন্মের মাধ্যমে প্রথম শতাব্দীর দর্শন বা স্বপ্ন অনেকটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। আর বর্তমানে আমরা দেখছি ব্যাপক সংখ্যায় চার্চগুলি একে অন্যের সাথে প্রতিযোগীতা করছে এবং একে অন্যের সাথে দ্বন্দে লিপ্ত হয়েছে। এদের পারস্পরিক বিশ্বাস ধর্মানুষ্ঠান ও ব্যবহারিক দিকগুলির মাঝে রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য। আর একারনেই একে অন্যের সাথে সন্দেহ অবিশ্বাসের অবস্থা বিরাজ করছে। তারপরেও ধন্যবাদের বিষয় এই যে, এখনও সব খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা একটি "বাইবেল" ব্যবহার করছেন, সকলেই ঈশ্বরের একই বাক্য ব্যবহার করছেন। আসলে বিশ্বাসীরাই মিলিতভাবে **"খ্রীষ্টের দেহ"** হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেই **"দেহের"** অবস্থা এখন কেমন ?

এই আলোচনার পরবর্তী অংশগুলিতে আমরা সংক্ষেপে পর্যবেক্ষন করতে চেয়েছি বাপ্তিস্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে চার্চগুলির মনোভাবের ইতিহাস - বাপ্তিস্মের ব্যাপারে খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের সম্পর্ক - পুনরায় বাপ্তিস্ম গ্রহণের বিষয়টি - সেই বাপ্তিস্ম যা যীশুর গ্রহণ করা বাপ্তিস্মের সাথে মিল রয়েছে - এটাই যে যীশুর সাথে সম্পর্ক শুরুর চাবিকাঠি - ফলে যীশুর সম্পর্কে সঠিক সত্য জানার কেন্দ্রীয় বিষয় পৌল একটি আশা, একটি বিশ্বাস ও একটি বাপ্তিস্ম সম্পর্কে লিখেছেন - বাপ্তিস্মের ধরণ ও অর্থ সম্পর্কে - বাপ্তিস্মের মূল্য হিসাব করা ও খ্রীষ্টকে অনুসরন করবার জন্য "সংকীর্ণ দরজা" - এর মধ্যে দিয়ে জীবন যাপনের বিষয়গুলি আলোচনা করবার প্রয়োজনীয়তা।

যুগ যুগ ধরে খ্রীষ্টধর্ম

খ্রীষ্টিয়ান চার্চের চলমান দলগুলির সম্মুখভাগেই আছে রোমান ক্যাথলিক চার্চ। তারা নিজেদেরকে প্রেরিত পিতর -এর উত্তরাধিকার হিসাবে দেখেন, তারা দাবী করেন পিতরই মন্ডলীর পাথর, যার উপর মন্ডলী গেঁথে তোলা হয়েছে, আর এই মন্ডলীকেই তারা প্রকৃত বা আসল মন্ডলী হিসাবে বিশ্বাস করেন, যেটি পিতর নিজে গঠন করেছেন। তারা এখন ছোট শিশুর মাথার উপরে অল্প জল ছিটিয়ে বা ঢেলে দিয়ে বাপ্তিস্ম প্রদান করছেন, এবং বলছেন এটাই আসল বাপ্তিস্ম। এরপর রয়েছে ইষ্টার্ণ অর্থডক্স মতবাদের ব্যাপক সংখ্যক চার্চ। এদের মধ্যে বেশির ভাগ চার্চই জলে ডুবিয়ে বাপ্তিস্ম প্রদান করে, যেহেতু বাইবেলের বাপ্তিস্ম বা গ্রীক "বাপ্তিজো" (Baptizo) শব্দটির প্রকৃত অর্থ তারা অনুসরণ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু তারাও খুব কম বয়সে এই বাপ্তিস্ম দান করেন। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টধর্ম অফিশ্যাল্ বা রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রচন্ড চাপের মুখে অগুনিত সংখ্যায় মানুষ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন ও বাপ্তিস্ম নিতে বাধ্য হন। এদের সবার বাপ্তিস্মই হয় জলে ডোবানো পদ্ধতিতে।

মধ্যযুগে ছাপানোর যন্ত্র আবিষ্কার হয় এবং বাইবেলই সর্বপ্রথম পুস্তক যেটি খ্রীষ্টধর্মের প্রতিটি ভাষায় ব্যাপকভাবে ছাপা হয়, আর অনেকটা হঠাৎ করেই সাধারণ মানুষ তাদের প্রিয় পবিত্র গ্রন্থটি পড়ার সুযোগ পেলেন। প্রতিষ্ঠানিক চার্চগুলি দুঃসাহসীকভাবে করার চেষ্টা করে। এরই ধারাবাহিকতায় বেশ শক্তভাবে একটি বিশেষ দিককে তারা গুরুত্ব দিয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করার চেষ্টা করেন তাহচ্ছে **"পুনঃ বাপ্তিস্ম"**। এটা ছিল চার্চের প্রথাগত রীতিনীতির বিরুদ্ধে এবং প্রকাশ্যে পুরাতন চার্চের বাপ্তিস্মের পদ্ধতিকে অবৈধ ঘোষনা করা। এজন্য পুরাতন মন্ডলীগুলি এই কাজকে তাদের প্রতি অপমান হিসাবে গন্য করল, ফলে "পুনঃ বাপ্তিস্মে" বিশ্বাসীদের প্রতি অবর্ণনীয় নির্যাতন নেমে এলো, এমনকি অনেকে সাক্ষ্যমর হলেন। যারা এই বাইবেলের বাপ্তিস্ম সম্পর্কিত নতুন ব্যাখ্যা বা দিক নির্দেশনা তুলে ধরলেন তারা পরিচিত হলেন **এ্যানাব্যবষ্টিষ্ট ও ব্রাদ্রেন বা "ভাই"** নামে। পরবর্তীতে এরাই **"খ্রীষ্টতে ভাই"** নামে পরিচিত হন, যার প্রকৃত অর্থ **"খ্রীষ্টাডেলফিয়ান"**, আর শেষোক্ত এই নামে তারা সুদীর্ঘ ১৫০ বছর যাবৎ পরিচিত।

আধুনিক খ্রীষ্টধর্ম

আজকের একবিংশ শতাব্দীর যুগে মধ্যযুগের বিভিন্ন মতবাদগত চার্চগুলির পরস্পরের দ্বন্দ-সংঘাত যেন অতীতকালের স্মৃতি, কিন্তু তার সূত্রধরে আজকে ভিন্ন ভিন্ন সব চার্চের সংমিশ্রন, ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ ও বহুভাগে বিভক্ত দলগুলির সরব অস্তিত্ব লক্ষ্যনীয়। বাপ্তিস্ম এখনও চার্চগুলি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন স্থানে ব্যবহার করছে, তারাও সংখ্যায় প্রচুর, যেমন ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ, প্রথম থেকেই বলে আসছে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক, কিন্তু তারাও তাদের চিন্তাভাবনা পরিবর্তন করেছেন। অনেক জায়গাতেই এই চার্চটি তাদের সদস্যদের আজ আর বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার বিষয়টি বাধ্যতামূলক বলছে না বা এর উপর কোন জোরই দিচ্ছে না। অর্থাৎ এখন আর তারা বিশ্বাস করছেন না যে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক।

মূলধারার চার্চগুলি শিশুর উপর জল ছিটিয়ে দিয়ে যে বাপ্তিস্ম প্রদান করে তাকে বলা হয় - খ্রীষ্টিয় করণ বা ক্রাইষ্টেনিং - এটা ব্যাপক অংশের সাধারণ একটি প্রক্রিয়া এবং তা সুদীর্ঘ পাঁচশ (৫০০) বছর ধরে চলে আসছে। যারা এখনও জলে ডোবানো পদ্ধতি ব্যবহার করছেন তারা কখনও কখনও শিশু ও যুবক-যুবতীদেরও এভাবে বাপ্তিস্ম দিয়ে থাকেন। কিন্তু বেশ কিছু কিছু দল বাপ্তিস্ম প্রদানের জন্য ব্যক্তিরনির্দিষ্ট একটি পর্যায়ের পরিপক্কতা আশা করে, এবিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য যিনি এই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করছেন তিনি বুঝে দায়িত্বপূর্ণভাবে এই সিদ্ধান্ত করছেন। তবে এক্ষেত্রেও দেখা যায় নানা স্থানে নানা ভিন্নতা। কারণ সেই সিদ্ধান্ত কি এমন কোন সাধারণ ঘোষনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয় যে, যীশু আমার প্রভু, পরিত্রাণকর্তা তিনিই আমার জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন ? অথবা এর থেকে আরও বেশি কিছু ?

এক্ষেত্রে আমাদের মৌলিক প্রশ্ন

উপরোক্ত শিরোনামের অধীনে কিছু মৌলিক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া ও তার পর্যালোচনাই এই পুস্তিকা প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য। আমাদের মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে, যীশু কোন ধরনের বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন ? নিশ্চিতভাবে এটা সব থেকে গোড়ার প্রশ্ন তার জন্য যিনি ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান হবার জন্য চেষ্টা করছেন। তিনি নিজের কাছেই এই প্রশ্ন করবেন ও তার উত্তরগুলো পাবার চেষ্টা করবেন।

এটা খুবই একটি সাধারণ ধারণা যে, প্রথম শতাব্দীতে যেসব ধর্মানুষ্ঠানিকতার চর্চ্চা গড়ে উঠেছিল তার সবই ঠিক ছিলনা। তবে সেগুলির মধ্যে থেকেই সঠিক বিষয়ের সূত্রগুলি পাই আমরা। এসময়ের ধর্মানুষ্ঠানিক চর্চ্চাগুলি থেকেই এসম্পর্কিত সব আসল শিক্ষা ও তার ব্যবহারিক দিকগুলির তথ্য-প্রমান পাওয়া যায়। এগুলি যে আসলেই সত্য ও সঠিক তা যাচাই করাবার জন্য কোন উপায় আছে ?

পুনরায় বাপ্তিস্ম গ্রহনের কথা বললে তা আমাদেরকে অনেকসময় বিভ্রান্ত করে। মূলত প্রকৃত বাপ্তিস্ম একবারই হয় এবং তা অবশ্যই প্রথম শতাব্দীতে খ্রীষ্টের শিষ্যরা যে বাপ্তিস্ম চর্চ্চা করেছিলেন সে বাপ্তিস্ম প্রতিফলিত করছে কিনা তা দেখার বিষয়। আপনি আগে একবার বাপ্তিস্ম নিয়েছেন কি নেননি তা বড় বিষয় নয়, অনেকে আছেন যারা বিশ্বাস করেন বাপ্তিস্ম নেবার আগে অবশ্যই এমন কতকগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া প্রয়োজন, কারণ বাপ্তিস্ম নিয়ে যীশুর শিষ্য হবার কারনে তাদের প্রতি বেশকিছু ঘটনা ঘটেছিল সেগুলি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য ছিল; আবার এটাও যাচাই করতে হবে যে, প্রথম শতাব্দীতে যেভাবে বাপ্তিস্ম দেওয়া হত সেভাবেই বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়েছে কিনা ?

যারা বাপ্তিস্মের মাধ্যমে নিজেকে খ্রীষ্টিয় করণ করেছিলেন তাদের উত্তর খুব সহজ হবে। প্রথম শতকের লোকেরা খ্রীষ্টিয়করণ বলতে কি বোঝায় তা জানতেন না। এটা যীশু বা তাঁর অনুসারীদের দ্বারা করা ছকবাধা বা ধরাবাধা কোন নিয়ম নয়। এরপর চার্চের মধ্যে বেশকিছু নতুন বিষয় চর্চ্চা হয়েছিল প্রায় কয়েকশ বছর পরে। **একজন শিশু কখনই কিছু বিশ্বাস করতে পারে না, যে কখনই বলতে পারে না, রক্ষা পাবার জন্য তার অবশ্যই কি করা উচিত ?**

বাপ্তিস্ম এবং বিশ্বাস

মৌলিক প্রশ্নটি একটু ভিন্নভাবে করা যায় - ঈশ্বরের দৃষ্টিতে কোন্ বিষয়টি বাপ্তিস্মকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে, অর্থাৎ বাপ্তিস্মের কোন দিক্‌টি যীশুর কাছে গ্রহণযোগ্য ? **মার্ক ১৬ঃ১৬ পদে এবিষয়ে বেশ কঠিন মন্তব্য করা হয়েছে "যে কেউ বিশ্বাস করে এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে সে রক্ষা পাবে, কিন্তু যে বিশ্বাস করে না সে দোষী সাব্যস্ত হবে"।** যদিও এই শাস্ত্রাংশ সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন তোলা যায়, তবুও একথা বলা যায় যে, এটি সমস্ত প্রেরিতদের শিক্ষার সংক্ষিপ্ত একটি অংশ এবং এটি এই সুসমাচারের সামগ্রিক বক্তব্যের সাথে সমান্তরাল। প্রেরিত পুস্তকের বিভিন্ন স্থানে বার বার বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে রক্ষা পাবার আহবান জানানো হয়েছে এবং অনেকে এই আহ্বানের প্রতি সাড়াদানও করেছেন। (প্রেরিত

২ঃ৩৭-৩৮; ৮ঃ১২-১৩,৩৬-৩৮পদ; ১৬ঃ৩০-৩১; ১৯ঃ৪-৫)। এটাকে বলা হয়, বিশ্বাসের ঘোষনার ধারাবাহিক বাস্তবায়ন।

এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রেরিতদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যারা ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন যিহুদী, যারা আগেই ব্যবস্থা বা আইন ও নবীদের কথা সম্পর্কে অবগত ছিলেন ও ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। একবার যখন তারা বুঝতে পারলেন যে, যীশুই সেই প্রতিজ্ঞাত মশীহ, তখন তারা আর কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব প্রকাশ করেননি। কিভাবে তারা এবিষয়ে একমত হয়েছিলেন ? আজকে আমরা যাকে পুরাতন নিয়ম বলি সেই পবিত্র শাস্ত্র বিস্তারিত পড়াশুনা করার মাধ্যমে তারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন। এবং আমরা কিভাবে এবিষয়ে একমত হলাম ?

আমরাও একইরকমভাবে একমত হয়েছি যে, যীশুই মশীহ। পৌল তীমথিয় -এর কাছে লিখেছিলেন, "পবিত্র শাস্ত্রকলাপ... সেই সকল খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাস দ্বারা তোমাকে পরিত্রাণের নিমিত্ত জ্ঞানবান করিতে পারে।" (২য় তীমথিয় ৩ঃ১৫)। পৌল বিরয়াতে প্রচার করার সময় সুসমাচার গ্রহণকারী একটি সক্রিয় দলকে পেয়েছিলেন, যারা প্রতিদিন পবিত্র শাস্ত্র অধ্যায়ন করার মধ্যে দিয়ে যাচাই করতেন যে, তাদের বিশ্বাস সঠিক কিনা (প্রেরিত ১৭ঃ১১)। পবিত্র শাস্ত্র দেখায়, যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারই... পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের দেওয়া শক্তি (রোমীয় ১ঃ১৬)। যীশুর সুসমাচারের যাবতীয় ভিত্তিই হচ্ছে, পুরাতন নিয়মের বাক্য। দেখুন লক্ষ্য করে, যীশু তাঁর প্রচারের সময় কতবার পুরাতন নিয়ম থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

কিভাবে আমরা যীশুকে গ্রহণ করি ?

উপরের বাস্তব সত্যগুলি দেখায় যে, যীশু খ্রীষ্টকে ত্রানকর্তা বলে গ্রহণ করা ঠিক এমন কোন সাধারণ ব্যপার নয় যে যীশুকে শুধুমাত্র মুখে ত্রানকর্তা রূপে স্বীকার করা অথবা আপনার মা-বাবা শিশু থাকতে আপনাকে বাপ্তিস্ম করিয়ে দিয়েছেন, হতে পারে তা জল ছিটিয়ে দিয়ে কিংবা সম্পূর্ণভাবে জলে ডুবিয়ে দিয়ে। এর থেকে বরং বাপ্তিস্ম হওয়া উচিত এমন যে, যেকেউ নিজে বুঝে পাপস্বীকার করে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছেন যীশুর উপর, যে বিশ্বাসের উপর তিনি স্থির থাকবেন ও যে অনুসারে তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন।

বাপ্তিস্মের মধ্যে দিয়ে আমরা খ্রীষ্টের সাথে "বিবাহ বন্ধনে" আবদ্ধ হয়েছি, তিনিই আমাদের কর্তা। যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও পরিকল্পনা ছাড়া কেউই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না এবং অনেকে আছেন যারা শুধু ভোগ-লালসার কারনেই বিবাহ করে থাকেন। কিন্তু এক্ষেত্রে মৌলিক একটা প্রশ্ন আসে যে, যীশু কিভাবে তাঁর প্রকৃত ও বিশ্বস্ত পত্নীদের বাছাই করে নিবেন ? স্মরনে রাখবেন, 'পত্নী সবসময়ই তার পতি বা কর্তার প্রতি নতজানু বা বিশ্বস্ত থাকবে' (প্রকাশিত বাক্য ২১ঃ২ ; যিশাইয় ৬১ঃ১০)।

খ্রীষ্ট কিভাবে তাঁর বিশ্বাসীদের পত্নী বা কনে হিসাবে গ্রহণ করবেন ?

আমরা দেখতে পাই যে, খ্রীষ্টের সময়কালের ধর্মীয় নেতারা কিভাবে তাদের ঈশ্বর ও ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বস্ত ও খাঁটি মনোভাব রক্ষা করেছিলেন ? যীশুই তাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, তারা কতখানি অন্ধ ছিল। কিভাবে তারা তাঁকে ঘৃনা করেছিল । তিনি তাদের পবিত্র শাস্ত্রের বিভিন্ন উদ্বৃত্তির মাধ্যমে তাদের নিজস্ব সত্য থেকে যেসব কথা তাদেরকে বলেছিলেন যেসব বিষয়ে তারা কিভাবে চোখ বন্ধ করে রেখেছিল (মার্ক ৭ঃ৫-৭; ১১ঃ১৭-১৮; ১২ঃ১০-১২,২৮-৩৭পদ)। মন্ডলীর ইতিহাসের শুরু হতে ক্রমশ বিভক্ত হওয়া বিভিন্ন মন্ডলীর খ্রীষ্টানুসারীরা বিভিন্নভাবে যীশুর শিক্ষাসমূহকে এত ব্যাপক সংখ্যায় বিভক্ত করে ফেলেছে যে আজকের মত তখনও একই রকম মতবিরোধ থাকবে যখন যীশু স্বামী হিসাবে আবার ফিরে আসবেন তাঁর অনুসারীদের মধ্যে থেকে প্রকৃত বিশ্বাসী'কনে' বেছে নেবার জন্য (মথি ৭ঃ২১-২৩)।

এখানে এবিষয়টি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর অনুসারীদের মধ্যে যারা পূর্ব থেকে যুগ যুগ ধরে প্রকৃত ঐশীবাণী গ্রহণ করছেন ও সেই অনুসারে বিশ্বস্ত জীবন-যাপন করবেন তাদেরকে যীশু তাঁর কনে বা স্ত্রী হিসাবে স্বীকৃতি দেবেন। এজন্য পৌল ইফিষীয় বিশ্বাসীদের কাছে খ্রীষ্টেতে একতার একথা বলতে গিয়ে দুঃখিত হয়েছেন, **"ঈশ্বর তোমাদের ডেকেছেন বলে তোমাদের মধ্যে কেবল একটাই আশা আছে, মাত্র একটাই দেহ আছে, একটাই পবিত্র আত্মা আছে, একজনই প্রভু আছেন, একই বিশ্বাস আছে, একই বাপ্তিস্ম আছে, আর সকলের ঈশ্বর ও পিতা মাত্র একজনই আছেন। তিনিই সকলের উপরে; তিনিই সকলের মধ্যে ও সকলের অন্তরে আছেন।"** (ইফিষীয় ৪ ঃ৪ -৬)।

নিশ্চিতভাবেই "এক" শব্দটি দ্বারা ঐক্য ও একত্বের অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। ঐ পদের পরবর্তী তিনটি পদেই বিশ্বাসীদের মাঝে একতার কথা বলা হয়েছে। মূলতঃ খ্রীষ্টেতে সকল বিশ্বাসীদের মন-মানসিকতা একইরকমের হবে, ফলে অন্যান্য সকল আত্মিক ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে একতা বা সমরূপতা থাকবে। এসব অর্থে বিশেষভাবে আমাদেরকে অবশ্যই এটা লক্ষ্য করতে হবে যে, **খ্রীষ্টেতে "একটি মাত্র প্রত্যাশা বা আশা"** রয়েছে এবং নিশ্চিতভাবেই সেই প্রত্যাশা আমাদের দেহজনিত কোন প্রত্যাশার অংশ নয়, যেমন অনেকেই একে আত্মা হিসাবে চিহ্নিত করেন, যা আমরা মারা যাবার পর পরই স্বর্গে চলে যায় যেন সেখানে কোন প্রকার শরীরবিহীনভাবে থাকতে পারে। কিন্তু এই মতামত বা ধারণাকে সমর্থন করার মত বাইবেলের একটি পদও উলেখ্য করা যাবে না। বরং এটি আসলে পুনরুত্থানের প্রত্যাশা ও এটি খ্রীষ্ট শাসিত ঈশ্বরের রাজ্যের প্রত্যাশা, যা এই পৃথিবীর উপরেই প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রকৃত বিশ্বাস অবশ্যই একটি প্রকৃত প্রত্যাশার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়, তা না হলে সেটা কখনই সঠিক বিশ্বাস হতে পারে না। এমন কি ঈশ্বরের, খ্রীষ্ট যীশুর, প্রেরিতদের দেওয়া কোন শিক্ষায় এই বিষয় কোন আলিক প্রত্যাশার বা আশার কথা বলেননি।

যীশুর সত্য সম্পর্কে জানা

একজনই প্রভু আছেন, যিনি যীশু খ্রীষ্ট। খ্রীষ্ট আসলে কি ছিলেন সেই চিত্রতে কোন পরিবর্তন আসতে পারে, যেমন "মনুষ্য পুত্র" ও "ঈশ্বর পুত্র" এই বিষয় দুটি আর একেবারে একই খ্রীষ্টকে প্রচার করছে না। ইতিমধ্যেই অনেক ক্ষেত্রে এটি ঘটছে। "কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে যে, সেই সাপ তার দুষ্ট বুদ্ধি খাটিয়ে যেমন হবাকে ভুলিয়েছিল সেইভাবে খ্রীষ্টের প্রতি খাঁটি ও আন্তরিক ভক্তি থেকে কেউ হয়তো তোমাদেরও ভুলিয়ে নিয়ে যাবে। যে যীশুর কথা আমরা প্রচার করেছি কেউ যখন তাঁকে ছাড়া অন্য কোন যীশুর কথা তোমাদের কাছে প্রচার করে, কিংবা যে পবিত্র আত্মাকে তোমরা পেয়েছ তাঁকে ছাড়া আলাদা কোন রকম আত্মা যখন তোমরা পাও, কিংবা যে সুখবর তোমরা গ্রহণ করেছ... তখন তো দেখছি খুশী হয়েই সেই সব মেনে নাও"। (২য় করিন্থীয় ১১ ঃ৩-৪)

এদোন উদ্যানে যে মিথ্যা কথা বলা শুরু হয়েছিল আজও পর্যন্ত বিভিন্নভাবে তা বলা হইতেছে। অনেকে "সত্যের" ভান করে তাদের কথার সত্যতা প্রমান করতে চান, কিন্তু আসলে সেগুলি হয় অল্পসত্য বা বিকৃত সত্য। অবশ্য এভাবেই মানব প্রকৃতি কাজ করে। এটা আসলে ঠিক ঈশ্বরকে বাস্তবভাবে জানা ও সচেতন হবার ফলশ্রুতিতে হয় তা নয়। আসলে এগুলি সেইসব ধর্মীয় নেতাদের সৃষ্ট সমস্যা, যারা যীশুকে সামনাসামনি তুলে ধরেছেন। তাদের কাছে বিষয়টি এমন ছিল যে, এটা একটা ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, কে কিভাবে সেই ক্ষমতাকে ব্যবহার করবেন, এসব যিহুদী বৃদ্ধ নেতারা তাকে চ্যালেঞ্জও করেছিলেন, 'তুমি কোন অধিকারে এইসব করছ ?' (মথি ২১ ঃ২৩)। ঐসব নেতারা যীশুর আশ্চর্য্য শক্তি বা ক্ষমতার কাজের জনপ্রিয়তাকে মেনে নিতে পারেনি এবং তাদের নিজেদের পদাধিকার বলের ক্ষমতার উপরই নির্ভর করতেন। ক্ষমতার এমন দম্ভই তাদের জীবনের বড় বিষয় ছিল (যোহন ১১ ঃ৪৮)। এবার আমরা একটু পিছনে ফিরে তাকাই এবং দেখি যে, আমাদের জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় বিষয় কি, কখনও কি আমরা এভাবে চিন্তা করি ?

একজন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী পিতা

ইফিষীয় ৪ অধ্যায় থেকে একটি অংশে উদ্বৃতি নিলে আমরা যীশুর জীবনের প্রতিফলন দেখতে পাই, 'একজন মাত্র ঈশ্বর ও পিতা, যিনি সবকিছুর উপরে বড় সত্য' (৬ পদ)। এই একই কথা যীশু তার পিতা ঈশ্বর সম্পর্কে বলেছেন। তিনি সামগ্রিকভাবে সর্বোচ্চ, সার্বভৌম। একারনেই যীশু তাঁর মৃত্যুর আগের দিন সারারাত তাঁর পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন ও তাঁর পিতার সম্পর্কে অনেক কথা বলেছিলেন। তিনি জগতের মানুষের কাছে তাঁর পিতাকে প্রকাশ করতে এসেছিলেন। কারণ পৃথিবীর কেউ ঈশ্বরকে দেখে নাই (১ম তীমথিয় ৬ঃ১৬)। এটা অবশ্যই সত্য যে, যিহূদী বিশ্বাস -এর মূল বিষয় ছিল, 'ঈশ্বর এক', কিন্তু যারা পরজাতীয়দের মধ্যে থেকে এসে যীশুর অনুসারী হয়েছিলেন তাদের কাছে বিষয়টি এভাবে সত্য ছিল না। এইসুত্রে বলা যায় ইফিষীয় ধর্মান্তরিত বিশ্বাসীরা কিভাবে আবার দিয়ানা রানী ও আর্থেমিসস্থ আরো অনেকের মূর্ত্তি পূজা করা শুরু করেছিলেন (প্রেরিত ১৯ঃ২৭; ১৭ঃ১৬)। যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁর অনুসারীদের মূলবার্তা একই, তবে সেই বাক্যের শ্রোতাদের বাস্তব প্রেক্ষাপটে তার গুরুত্বের ভিন্নতা এসেছে, তা সে এথেন্স নগরীর পরজাতীয়রা হোক কিংবা আন্তিয়খিয়ার যিহুদীরা হোক।

এক বাপ্তিস্মের বার্তা

যিহুদী নেতারা হোক কিংবা পরজাতীয় **'এক বাপ্তিস্মের'** মূল বার্তা সব সময় **একই**। কর্ণেলিয়াস নামের সেনা বাহিনীর একজন শতপতি ছিলেন প্রথম পরজাতীয় ধর্মান্তরিত ব্যক্তি। এই ঘটনায় পিতর খুবই অবাক হন। তা সত্ত্বেও তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি প্রথম বলেন যে, পরজাতীয়দের যীশুতে বাপ্তিস্ম নেওয়া উচিত। পিতর বলেন, "জলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে কি এই লোকদের কেউ বাধা দিতে পারে ?" (প্রেরিত ১০:৪৭-৪৮)। এই কথার পরে কি আমরা জলে বাপ্তিস্ম নিতে কাউকে বাধা দিতে পারি ? কাউকে কি বলতে পারি যে জলে বাপ্তিস্ম নেওয়ার দরকার নাই ? খুব দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের অনেকেই একাজটি করছেন, এমন কি লোকদের খ্রীষ্ট বিশ্বাসী করছিল সত্য কিন্তু সত্য বিষয়টির অর্থ জলে বাপ্তিস্মটাকে মিথ্যা করে শিক্ষা দিচ্ছেন।

যাহোক, আজকে আমাদের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে, নতুন নিয়মের সময়ে যে পদ্ধতিতে বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়েছিল সেটা আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছি কিনা। পিতর তার সহকর্মী প্রেরিতদের কাছে এবিষয়টি পরিষ্কার করেন যে, বাপ্তিস্ম দ্বারা শরীরের ময়লা দূর করা হয় না, কিন্তু আসলে, "ঈশ্বরের নিকটে সৎবিবেকের নিবেদন" (১ম পিতর ৩ঃ২১)। অন্য এক জায়গায় এক প্রসঙ্গে পিতর বলেছেন, নোহ ও তার পরিবারের লোকেরা বন্যার জলে দ্বারা রক্ষা পেয়েছিলেন (অথবা 'বাপ্তিস্ম' নিয়েছিলেন), এর ফলে আমরা রক্ষা পেয়েছিলাম (২০ পদ)। আর এখন আমরা যীশু খ্রীষ্টতে বিশ্বাস করে তাঁর নামে জলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে রক্ষা পাই (মার্ক ১৬ঃ১৬)। সুতরাং বাপ্তিস্ম সম্পর্কে বোঝা ও বিশ্বাস করার ফলে ঈশ্বরের সামনে আমাদের অবস্থা সম্পর্কে একটিসৎবিবেক' গঠিত হয়, যা আমাদেরকে ঈশ্বরের সাক্ষাতে সঠিক অবস্থানে থাকতে সাহায্য করে।

আমরা এতক্ষন বাপ্তিস্মের সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় জানলাম, যার মূল বা কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে, বাপ্তিস্মের মাধ্যমে আমরা ধৌত বা পরিষ্কৃত হই, তা সে যে পদ্ধতির বা যে ধরনের বাপ্তিস্ম হোক। যীশু তাঁর স্বর্গারোহনের আগে তাঁর শিষ্যদের কাছে চুড়ান্ত যে আদেশ দেন তা হচ্ছে, পৃথিবীর সব জায়গায় গিয়ে সকলকে শিক্ষা দান করে শিষ্য তৈরী করতে ও বাপ্তিস্ম দান করতে। এবং বলেন, আমি তোমাদের যে সব আদেশ দিয়েছি তা পালন করতে তাদের শিক্ষা দাও" (মথি ২৮ঃ২০)। এসব কাজ করার মধ্যে দিয়ে আমরা খ্রীষ্টের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি। **খ্রীষ্ট যে বাপ্তিস্ম নিজের জন্য গ্রহণ করেছিলেন, যার মধ্যে দিয়ে বাপ্তিস্মের সকল দিকগুলি স্বীকৃতি পেয়েছিল।** কিন্তু যীশুর মূল বার্তা জলে ডুবন্ত অবস্থায় ও বাপ্তিস্মের "সহজ-সাধারণ ভাব" পরিবর্তিত হয়ে পড়ে, ফলে লোকেরা ভিন্ন এক খ্রীষ্টের ও ভিন্ন

সুসমাচারের প্রচার করা শুরু করেন (২য় করিন্থীয় ১১ঃ৪)। কিন্তু এতসবের পরেও পৌল দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বলেন যে, যীশুর সুসমাচার ছাড়া অন্য কোন সুসমাচার নাই। পৌল গালাতীয়দের কাছে কি কি বলেছেন দেখুন।

একটি সুসমাচারই একটি বাপ্তিস্ম পথসৃষ্টি করে

"খ্রীষ্টের দয়াতে যিনি তাঁর নিজের লোক হবার জন্য তোমাদের ডেকেছিলেন, তোমরা এত তাড়াতাড়ি তাঁকে ছেড়ে দিয়ে অন্য রকম সুখবরের [সুসমাচারের] দিকে ঝুঁকে পড়েছ দেখে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি। আসলে ওটা তো কোন সুখবরই নয়। তবুও কিছু লোক আছে যারা তোমাদের স্থির থাকতে দিচ্ছে না, আর খ্রীষ্টের বিষয়ে সুখবর বদলাতে চাইছে" (গালাতীয় ১ঃ৬-৮)। এই পদটির উপর আরও বেশি গুরুত্ব দেবার জন্য পরবর্তী পদে পৌল আবার একই কথা বলেছেন। এমনকি পৌল নিজেও এবিষয়টিকে অসম্ভব মনে করেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন বাক্যের মূল বার্তার কোন প্রকার পরিবর্তন হতে পারেনা, সেজন্য অভিশপ্ত হতে হবে। এমনকি স্বর্গ থেকে আসা স্বর্গদূতের পক্ষেও বিষয়টি অসম্ভব।

গালাতীয়দের কাছে লেখা তৃতীয় অধ্যায় পৌল বলেছেন, **অব্রাহামের কাছে যে সুসমাচার** প্রচার করা হয়েছিল সেটাই ছিল **প্রথম সুসমাচার** (গালাতীয় ৩ঃ৮)। কিন্তু কতগুলি চার্চ আপনাকে সেকথা কি বলবে ? আসলে অনেকেই পরিপূর্ণ সুসমাচার সম্পর্কে অবহিত নয়। পৌল বলছেন সেই "ভিন্ন সুসমাচারের" কথা, এছাড়া অন্যকোন সুসমাচার নেই, কারণ সুসমাচার একটাই। একই রকমভাবে "একমাত্র বাপ্তিস্মের" ক্ষেত্রে একথা বলা যায় যে, আর অন্য কোন প্রত্যাশা ও বিশ্বাস অনুযায়ী অন্যকোন বাপ্তিস্ম নেই। আসলে এই সত্যের বাস্তবতা সেই সব লোকদের মনে সুন্দর এক ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, যারা সেই **"সত্য বাপ্তিস্ম"** গ্রহণ করেছেন - যে বাপ্তিস্ম প্রভু যীশু নিজে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন ও গ্রহণ করেছিলেন।

রোমীয়দের কাছে লেখা পত্রের ৬ অধ্যায়ে পৌল বাপ্তিস্মের পদ্ধতিগত দিকের গুরুত্ব ও অর্থ বা তাৎপর্য সম্পর্কে বলেছেন। যারা বাপ্তিস্মের বিষয়টি খুব গুরুত্বসহকারে দেখেন, তাদের উচিত অধ্যায়টি খুব মনোযোগ সহকারে পাঠ করা। বাইবেলে বাপ্তিস্মের একটি মাত্র পদ্ধতির কথা উলেখ্য করা হয়েছে যে, জলের নীচে ডুবন্ত হওয়া, সমস্ত দেহ যেন জলের নীচে কিছুক্ষন থাকে এবং খ্রীষ্টেতে নতুন এক জীবন নিয়ে জল থেকে উঠে আসে। **এটা পাপীদের জন্য যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুবরণ করা, কবরপ্রাপ্ত হওয়া ও নতুন জীবনে পুনরুত্থিত হওয়া। জলের নীচে ডুব দেওয়ার অর্থ পুরাতন জীবনযাপনে মৃত্যুবরণ করার প্রতীক, অর্থাৎ আমরা পুরাতন আদম ও হবার সম্পর্কে মৃত্যুবরণ করি,** (১ম করিন্থীয় ১৫ঃ২১-২২) **এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পুনরুত্থিত হয়ে উঠি** (রোমীয় ৬ঃ১১)।

সে আমার শিষ্য হতে পারে না

যারা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করবার জন্য উদগ্রীব তাদের উচিত খ্রীষ্টের শিষ্যত্বের মূল্য বোঝার ক্ষেত্রে খ্রীষ্টের নিজস্ব বাক্যের প্রতি আরও বেশি মনোযোগী হওয়া উচিত। এটি অত্যন্ত চ্যালেঞ্জ স্বরূপ ও এজন্য যথেষ্ট স্পষ্টবাদী হওয়া উচিত। বাপ্তিস্ম গ্রহণের সময় আমরা যেসব কমিন্টমেন্ট বা অঙ্গীকার প্রকাশ করি সেগুলির মাধ্যমে এসময়ে খ্রীষ্টের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার শর্ত হিসাবে প্রকাশ পায়। লূক ১৪ঃ২৫-৩৩ অংশটি আমাদের সেই সত্যটির দাবী মেটাতে সক্ষম।

উপরোক্ত শাস্ত্রাংশের শেষ প্রান্তে একটি বিশেষ আবেদন দেখা যায়, "তা না হলে সে আমার শিষ্য হতে পারে না"। বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে যীশুর শিষ্য হবার অর্থ পূর্ণাঙ্গ এক কঠিন অঙ্গীকার গ্রহণ করা। এর পরবর্তী সবকিছুই দ্বিতীয় স্থানে থাকবে। মা, বাবা, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, স্বামী ইত্যাদি সবই দ্বিতীয় স্থানে থাকবে (২৬ পদ)। অর্থাৎ ঈশ্বরকে আমাদের উচিত এত গভীর ভালোবাসা যার কাছে অন্য প্রিয়জনদের সম্পর্ক তুলনামূলকভাবে "হাল্কা" মনেহবে।

লক্ষ্য করুন, এই শাস্ত্রাংশে নির্দিষ্টভাবে একটি বাড়ী তৈরী সম্পর্কে বলা হয়েছে। যীশু এখানে বলছেন, "তোমাদের মধ্যে যদি কেউ একটা উচুঁ বাড়ী তৈরী করতে চায় তবে সে আগে বসে খরচের হিসাব করে। সে দেখতে চায়, ওটা শেষ করবার

জন্য তার যথেষ্ট টাকা আছে কিনা। তা না হলে সে ভিত্তি গাঁথবার পরে যদি সেই উচুঁ বাড়ীটা শেষ করতে না পারে, তবে যারা সেটা দেখবে তার সবাই তাকে ঠাট্টা করবে (২৮-২৯ পদ)। সেসব খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা তাদের সংকীর্ণ পথে পথ চলার সময় নানা ব্যর্থতা কিংবা পদস্খলনের ফলে অন্যদের দ্বারা ঠাট্টা ও বিদ্রুপের পাত্র হিসাবে কষ্ট পায়, তবে তাদের জন্য এই ঠাট্টা ও বিদ্রুপের চেয়েও অনেক মহৎ উপহার আছে। ধন্যবাদের বিষয় যে পড়ে যাওয়া অনেক খ্রীষ্টবিশ্বাসীই আবার পতিত অবস্থা থেকে উঠে আসেন, তারা গভীরভাবে দুঃখীত হন, তবুও আসলে তারাই বুদ্ধিমানের কাজ করেন। রাজা দায়ূদ এমন লোকদের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর পাপ তাকে নীচে টেনে নামিয়েছিল, রাজা হিসাবে তাঁর ক্ষমতার কর্তৃত্ব চরমভাবে খর্ব করা হয়েছিল।

আপনি কি নতুন কিছু গড়ে তুলছেন ? আপনার ভিত্তি কি ?

পৌল নিজেকে একজন গুরু, রাজমিস্ত্রী বা ভবন নির্মানকারী হিসাবে দাবি করেছেন (১ম করিন্থীয় ৩ঃ১০)। তিনি আরও বলেছেন, "যে ভিত্তি আগেই গাঁথা হয়ে গেছে সেটা ছাড়া আর কোন ভিত্তি কেউ গাঁথতে পারে না। যীশু খ্রীষ্টই হলেন সেই ভিত্তি" (১১ পদ)। বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার সময় আমরা ভবনের ভিত্তি হিসাবে গঠিত হই। এটা স্পষ্টত দেখা যায় যে, সব ধরনের বাপ্তিস্মের ক্ষেত্রে এটি দেখা যায় না, আসলে শিশু অবস্থায় মানুষ কখনই শিখতে পারে না যে, কিভাবে ভবন নির্মান করতে হয়।

এটাও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে মন্ডলীর ভিত্তি স্বয়ং যীশু খ্রীষ্টকেও এভাবে দেখা যায়নি। বাপ্তিস্মের যে পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা নতুন বিশ্বাসীদের খ্রীষ্টের একটি সম্পর্ক তৈরী হবার সুযোগ হয়। পবিত্র শাস্ত্র বলে যীশু ঈশ্বরের সাথে মধ্যস্থতাকারী (১ম তীমথিয় ২ঃ৫), ঈশ্বরের প্রধান পুরোহিত (ইব্রীয় ৩ঃ১; ৪ঃ১৪-১৬), যীশু আমাদের মত মানুষের সকল দুর্বল দিকগুলিতে পরীক্ষার সম্মুখীন হন যেন মানুষের সব প্রলোভনের দিকগুলি সম্পর্কে বুঝতে পারেন ও সেগুলি সম্পর্কে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারেন (ইব্রীয় ২ঃ১৭; ৪ঃ১৫)।

তিনি কি একজন ভিন্ন ত্রানকর্তা ?

মূলত ঃ অনেকে ভিন্ন এক খ্রীষ্টের চিত্র তুলে ধরেন, যিনি ঈশ্বরের **ঔরসজাত**, কিন্তু আসলে তিনি ঔরসজাত নন, **কারণ তিনি আদি থেকে বিরাজমান**। তিনি এমন একজন ব্যক্তি যাকে কখনও প্রলোভনে ফেলা যায় না, কারণ ঈশ্বরকে কখনও পরীক্ষা করা যায় না (দেখুন যাকোব ১ঃ১৩) এবং ঈশ্বর হওয়াতে তিনি আমাদের প্রলোভনের সময় আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে না (ইব্রীয় ২ঃ১৮ পদটি দেখুন) এগুলি সবই মানুষের চিন্তাভাবনা প্রসূত ও মানুষের কারণে সৃষ্ট। ঈশ্বরের বাক্য এসব ব্যাপারে কিছুই বলেনা।

তবে বাস্তব পরিস্থিতি এর থেকে আরও জটিল। ঈশ্বর মরণশীল নয় (১ম তীমথিয় ৬ঃ১৬) ও তাঁর সংগে ঘনিষ্ট স্বর্গদূতরাও মরণশীল নয় (লূক ২০ঃ৩৬)। সুতরাং এটা যদি সত্যি হয় যে, যীশুই ঈশ্বর, সর্বশক্তিমানের মত সবদিক দিয়ে সমান, প্রায় অধিকাংশ চার্চই এসম্পর্কে ভিন্ন শিক্ষা দিচ্ছেন, যা একে অন্যদের থেকে ভিন্ন যেমন, প্রকৃতপক্ষে যীশু আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেননি। পূর্ব থেকেই মন্ডলী এই শিক্ষাটি নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আসছে এবং এযাবৎকালের সবথেকে বেশি মানসম্পন্ন ও গ্রহণযোগ্য উত্তরটি হচ্ছে, **যীশুর দেহটি মারা গিয়েছিল, কিন্তু তার আত্মা মারা যায়নি**। কিন্তু সব সচেতন বাইবেলের ছাত্ররা জানেন যে, এসব কথার বাইবেলীয় কোন সমর্থন বা ভিত্তি নেই। আত্মার উৎপত্তিগত বা মৌলিক অর্থ হচ্ছে, জীবন, সত্ত্বা বা ব্যক্তিস্বত্তা। বাইবেলের পুরাতন অনুবাদগুলিতে **"আত্মা"** শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বহুবার, কিন্তু আধুনিক অনুবাদগুলিতে "আত্মা" - এর স্থলে **"জীবন", "ব্যক্তি" "স্বত্ত্বা"** বা একই ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ প্রেরিত ২ঃ৪৩, রোমীয় ১৩ঃ১ ও ২য় পিতর ২ঃ৮ ইত্যাদি।

ইংরাজী **"স্পিরিট"** শব্দটির মৌলিক অর্থ হচ্ছে **শ্বাস-প্রশ্বাস** অথবা বাতাস। এর অর্থ এই যে যীশুর আত্মা বা স্পিরিট ত্যাগ করার অর্থ তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল (লূক ২৩ঃ৪৬ পদ দেখুন) তাঁর সমস্ত **স্বত্তা** কবরের অতল তলে ডুবে গিয়েছে। কিন্তু পিতর বলেন, (প্রেরিত ২ঃ২৭ ,৩১ পদে) তাঁর আত্মা কবরের মধ্যে ছিল না, তবে ৩ দিন পর তাঁর দেহ আবার জীবন ফিরে পায়।

পবিত্র শাস্ত্রে বর্ণিত যীশুর নামেই আমরা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে আহুত হয়েছি ও তাঁর নামের পরিচিতি গ্রহণ করেছি। তাকে **"মনুষ্যপুত্র"** বলা হয়েছে, কারণ তিনি "মৃত্যুর দুঃখভোগ" গ্রহণ করেছিলেন (ইব্রীয় ২ঃ৯) কিন্তু তিনি**"মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্য"** ছিলেন (ফিলিপীয় ২ঃ৮)। পরে মৃত্যু থেকে তাঁকে জীবিত করে তোলা হয়েছিল যেন আর কখনও তাঁকে মরতে না হয়। আসলে প্রকৃত অর্থেই তিনি **মৃত্যুবরন** করেছিলেন। আপনার ও আমার পাপের জন্য মৃত্যুবরন করেন। যাদের পাপ ধৌত করার জন্য একজন উদ্ধারকর্তার প্রয়োজন ছিল তাদের পক্ষে একটি **নির্দোষ ও প্রাণত্যাগী** মেষ হিসাবে আত্মা উৎসর্গ করেন। মানুষের উদ্ধারকর্তা হিসাবে তিনি চান যেন আমরা তার নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি এবং সকলকে দেখাই যে, আমাদের পাপের জন্য তিনি মৃত্যুবরন করেছেন।

কিন্তু আমরা পবিত্র শাস্ত্রে যে যীশু খ্রীষ্টকে দেখেছি, বিভিন্ন চার্চের নেতারা এখন তার থেকে ভিন্ন ধরনের এক খ্রীষ্টকে উপস্থাপন করেছেন ? তাহলে খ্রীষ্টের কাছে তাদের পরিস্থিতি কেমন ? খ্রীষ্ট প্রভু দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন, "আমি যে সব বাক্য (বা কথা) তোমাদেরকে দিয়েছি সেগুলি শেষ দিনে তোমাদের বিচার করবে" (যোহন ১২ঃ৪৮)। বাইবেলে বর্ণিত ঈশ্বরের বাক্য ও তাঁর পুত্র হিসাবে প্রকাশকে আমরা আমাদের বিশ্বাস ও বাস্তব কাজ দিয়ে কিভাবে প্রমান করতে পারি। যীশু সদ্দুকীদের অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় বলেছিলেন যে, তারা পুনরুত্থানের বিশ্বাসকে অস্বীকার করে বড় ধরনের ভুল করেছে, "তোমরা ভুল করছ, কারন তোমরা শাস্ত্রও জানো না, ঈশ্বরের শক্তির বিষয়েও জানো না" (মথি ২২ঃ২৯)। এটা ঠিক যদি আমরা ভুল করে থাকি তবে আমাদের এখনই তা সংশোধন করা ভালো ও আমাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসও সংশোধন করা উচিত। যেন শেষদিনে "পবিত্র বাক্য" ব্যবহারের জন্য আমাদের যে বিচার হবে তার সুফল পাই। তা নাহলে বড়বেশি দেরী হয়ে যাবে। কিন্তু এবিষয়ে কোন প্রমান পাওয়া যায় না যে, সদ্দুকীরা বিশ্বাসে পরিবর্তিত হয়েছিল এবং দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তাদের ভুল বহুলোকে ধরিয়ে দেবার পরও তারা তাদের ভুল চিন্তাধারার মধ্যেই রয়ে গেছে।

এবার আসুন আমরা সংক্ষেপে দেখি যে, এতক্ষন কি কি বিষয়ে আলোচনা করেছি:

১. বাইবেলে উলেখিত সকল খ্রীষ্টতে বিশ্বাসী ব্যক্তিই প্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন। তারা সকলের সাক্ষাতে তাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস প্রকাশ করে ডুবন্ত জলে বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন।

২. পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে চার্চ বহুগুনে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের অনেক ভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

৩. খ্রীষ্ঠিয় করনের (শিশু বাপ্তিস্ম) কাজ আরও অনেক পরে শুরু হয়েছে। বাইবেলে এসম্পর্কে কিছুই উলেখ নাই।

৪. খ্রীষ্টিয় করনকে (শিশু বাপ্তিস্ম) অনেক সময় ভুল করে বাপ্তিস্ম বলা হয়েছে।

৫. মধ্যযুগে যারা শিশু বাপ্তিস্মের সাথে একমত না হতেন তারা প্রাপ্ত বয়স্ক হবার পর আবার বাপ্তিস্ম নিতেন।

৬. পুন: বাপ্তিস্ম নিয়ে কথা বললে তা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। কারণ একমাত্র সঠিক বাপ্তিস্ম হচ্ছে জলে বাপ্তিস্ম নেওয়া।

৭. আজকের চার্চগুলির বিশ্বাস ও কাজের ব্যাপক বিভ্রান্তি রয়েছে।

৮. এখন আমাদের প্রয়োজন বাইবেলের কাছে ফিরে আসা, কারণ বিশ্বাস ও সেই অনুসারে কাজের একমাত্র উৎস হচ্ছে, বাইবেল।

৯. বিশ্বাসের ফলাফল হচ্ছে, "ভালো বিবেক দিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা।

১০.বাপ্তিস্মকে দেখা উচিত স্বামী যীশু খ্রীষ্টের সাথে আমাদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অনুষ্ঠান হিসাবে।

১১.খ্রীষ্ট সবসময় একজন খাঁটি ও বিশ্বস্ত স্ত্রীর খোঁজ করেন। এজন্য আমরা বাইবেলের সত্যের বাইরে অন্য কোন কিছু গ্রহণ করতে পারি না।

১২.যীশুর সময়ে যারা ধর্মীয় নেতা ছিল তাদেরকে প্রত্যাখান করা হয়েছিল। কারণ তারা জাগতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পাওয়ার ব্যাপারে খুবই দুর্বল ছিল।

১৩.একটি মাত্র প্রত্যাশা, একটি মাত্র বিশ্বাস ও একটি মাত্র বাপ্তিস্ম রয়েছে।

১৪.একটি বিশেষ প্রত্যাশা হচ্ছে, এই পৃথিবীর উপরেই ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে স্বর্গে নয়। আর এটাইএক' বিশ্বাসের ভিত্তি তৈরী করেছে।

১৫.খ্রীষ্ট যেসব বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন, খ্রীষ্টিয়ানদের অবশ্যই সেগুলি পালন করতে হবে।

১৬.পৌল সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, অনেকে ভিন্ন এক খ্রীষ্টকে প্রচার করবে।

১৭.অন্য আর এক খ্রীষ্টের নামে কিংবা অন্য কোন সুসমাচার অনুসারে বাপ্তিস্ম নিলে তা কোন বাপ্তিস্মই হবে না।

১৮.বাপ্তিস্ম গ্রহণ করাবার আগে আমাদের উচিত অবশ্য শিষ্যত্বের মূল্য সম্পর্কে বোঝা।

১৯.আমাদের অবশ্যই উচিত খ্রীষ্টের সাথে সঠিক সম্পর্ক গড়ে তোলা, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে যদি কোন ভ্রান্ত ধারণা থাকে ও তাঁকে ঈশ্বর হিসাবে চিন্তা করি, তবে তা কখনই সম্ভব নয়।

২০.বাপ্তিস্ম দ্বারা আমরা খ্রীষ্টের সাথে মৃত্যুবরন করি এবং এদ্বারা আমরা স্বীকার করে নিই যে, সত্যিই তিনি আমাদের জন্য মৃত্যুবরন করেছেন। এরফলে আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস করা উচিত যে তিনি দৈহিকভাবে ও আত্মিকভাবে মৃত্যুবরন করেছেন।

ব্যক্তিগত কিছু শেষকথা

এই পুস্তিকার লেখক হিসাবে আরও কিছু ব্যক্তিগত কথা এখানে বলতে চাই। আমি বেশ কয়েকজন লোককে জানি যারা আমার কাছে স্বীকার করেছেন যে, বাইবেলের বেশ কিছু বিষয়ের শিক্ষা সম্পর্কে তাদের ভুল ধারণা রয়েছে, যেমন, যীশু খ্রীষ্ট ও ঈশ্বরের সাথে তাঁর সম্পর্ক, স্বর্গ ও নরক, পাপ ও শয়তান বা দিয়াবল সম্পর্কে। তা সত্ত্বেও তারা এসব বিষয়ের সঠিক জ্ঞান বা ধারণা গ্রহণ করে বিশ্বাস করার ফলে তাদের জীবনে যে পরিবর্তন আসবে তার বিষয়ে তারা শংকিত হয়ে সিদ্ধান্তহীন অবস্থায় রয়েছে। অনেকে আবার এই সিদ্ধান্তহীন অবস্থায় এত দীর্ঘকাল অপেক্ষা করছেন যে সেটাই তাদের জীবনের একটা স্থায়ী অবস্থান হয়ে দাড়িয়েছে।

আমি তাদের উভয় সংকট অবস্থা সম্পর্কে বুঝি এবং তারা যেসব বিষয়গুলি নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দে ভোগে তাও বুঝি। তা সত্ত্বেও অন্তত একটি বিষয়ের উপর জোর দিয়ে বলতে চাই যে, এটা কখনই আসল সত্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও ধারণা নয় যেটা, ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের বিষয়টি ততটা গুরুত্ব পূর্ণ। বরং এই সম্পর্কই আমাদের জীবনকে পরিবর্তিত করে ও রক্ষা করে।

আর এই সম্পর্ক স্বয়ং ঈশ্বর ও তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সাথে, যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। কেউ একজন এই সম্পর্কের উপর খুব বেশি নির্ভর করতে পারেন না, যদি তিনি যীশুর গুনাগুন- প্রকৃতি সম্পর্কে ভুল বুঝে থাকেন এবং যীশুকে তার **জীবনের ব্যক্তিগত মধ্যস্থতাকারী হিসাবে, শীর্ষ পুরোহিত হিসাবে ও ভবিষ্যতে ঈশ্বরের রাজ্যের রাজা হিসাবে** চিন্তা না করে তাঁকে "ঈশ্বর" হিসাবে চিন্তা করেন। এই সম্পর্ক পবিত্র বিবাহ বন্ধনের মত সম্পর্ক হলেও এই সম্পর্ক বেশিদুর বৃদ্ধি পায় না।

তবে সিদ্ধান্তহীনতায় দুই রাস্তার মোড়ের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে থাকলে আমরা একাকীত্ব অনুভব করি। আমাদের অবস্থান যেখানেই হোক না কেন এই অবস্থায় আমরা অসহায় হয়ে পড়ি। আমরা সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে যে অনাহুত বিলম্ব করি তার কারনেই আমাদের মন আরও দ্বিধাগ্রস্থ হয় ও পরে সবকিছু অকল্যানকর মনে হয়। আমরা **নানা সুযোগ-সুবিধা হারানোর ভয়ে আশংকাযুক্ত হই। আমাদের পরিবার ও বন্ধু বান্ধবদের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে চিন্তিত হই। বড় দল ছেড়ে খুব ছোট একটি দলের সাথে জড়িত হবার সার্থকতা নিয়ে চিন্তিত হই।** কিন্তু প্রতিটি নারী ও পুরুষের উচিত পৌলের এই কথাগুলির চিন্তা করে স্মরণ করা - "আমার প্রিয় ভাইয়েরা তোমরা তো সব সময় বাধ্য হয়েই আছ। তেমনি করে কেবল আমার উপস্থিতির সময়ে নয়, কিন্তু বিশেষ করে আমার অনুপস্থিতির সময়েও তোমার ভক্তি ও ভয়ের সঙ্গে তোমাদের কাজের মধ্যে দিয়ে দেখাও যে, তোমরা পাপ থেকে উদ্ধার পেয়েছ। ঈশ্বর তোমাদের অন্তরে এমনভাবে কাজ করেছেন যার ফলে তিনি যে কাজে সন্তুষ্ট হন সেই রকম কাজ করবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা তোমাদের হয় (ফিলিপীয় ২ঃ১২-১৩)।

ঈশ্বরের সাথে ও পরিত্রাণকর্তা যীশুর সাথে আমাদের সম্পর্ক খুবই ব্যক্তিগত ব্যাপার - এর পরবর্তী সবকিছুই পরবর্তী অবস্থানে থাকে। কিন্তু যীশু নিজে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছেন সেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে তাঁকে ও ঈশ্বরকে তাদের সঠিক অবস্থানে রাখাই সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়।

ডেভিড কোর্ড্রি

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্

পি ও বক্স নং৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ** থেকে প্রকাশিত
পি ও বক্স নং১৭১১২, টালিগঞ্জ এইচ. ও., কলকাতা, ৭০০০৩৩, **ভারত**

The Baptism Which Jesus Accepts
by David Caudery

Published by:

Christadelphian Bible Students

P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**
PO Box 17112, Tollygunge H.O., Kolkata – 700033, **India**

© Copyright Bible Text: BBS CL with permission

Cover Photograph : River Jordan
প্রথম পাতার ছবি : যর্দন নদী